

একজন লেখক প্রকৃতপক্ষে বইয়েরই প্রোডাক্ট

কিছু দিন আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা লেখকদের নিয়ে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। সেখানে কথা বলার জন্য উক্ত সাপ্তাহিকের লেখক, সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি পয়েন্ট আকারে কিছু নোট করি। পয়েন্টগুলো থেকে বক্তৃতা দেয়ার পর সেখান থেকে কমবেশি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে রাখা হয়। তারই উল্লেখযোগ্য অংশ লিখিত আকারে এখানে তুলে ধরা হলো। আমার বক্তৃতার মূল দিকগুলো ছিল প্রধানত সংবাদপত্র ও মিডিয়া কেন্দ্রিক, এবং সেই সাথে সাংবাদিকদের প্রতিভার বিকাশ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু কথা।

একথা সত্য যে আজকের দিনে প্রধানত এবং কমবেশি বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র তথা মিডিয়া মূলত তাদের হাতে যারা ইসলামপন্থী নয়। মিডিয়ার উপর এই একক আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। পশ্চিমা কিছু দেশ ও গোষ্ঠীর দ্বারাই মূলত এটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর এই মিডিয়ার দ্বারা তাদেরই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে। তারা এটাকে নিজেদের মতো করেই ব্যবহার করছে। সেই সাথে এসব মিডিয়া ইসলাম বিরোধী কাজে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিডিয়ার এই একচেটিয়া আধিপত্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এটা একই সঙ্গে ইসলামপন্থীদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা এবং পাশ্চাত্যের যোগ্যতার প্রমাণ। বিষয় দুটি হলো প্রযুক্তি (Technology) ও যোগ্যতা (Efficiency)। তারা আমাদের থেকে অনেক যোগ্য। আমরা এখনো নিজেদেরকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি। সেই সাথে পাশ্চাত্যে উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তির ব্যবহারের তুলনায় আমরা প্রযুক্তিকেই সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। আমরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশেও মোটামুটি একই অবস্থা। অর্থাৎ যারা ইসলামপন্থী নয় এবং যারা ইসলামকে অপছন্দ করে তাদের দ্বারাই আজ মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সারা বিশ্বব্যাপীই তাদের আধিপত্য লক্ষ্যকরার মতো।

কিন্তু আমাদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অবশ্যই ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরতেও মিডিয়ার সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু কে এই বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে - এ উত্তরে বলা যায় একজন যোগ্য লেখকই পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারে। একজন লেখকের লেখা মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে। সে মানুষের মনে নাড়া দিতে পারে। যে লেখক যত যোগ্য তার প্রভাব সমাজে সেভাবেই পড়বে। একজন লেখক প্রকৃত পক্ষে বইয়েরই প্রোডাক্ট। মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি লাগবে। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে 'চিন্তা'। এই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ একজন লেখক তার লেখার মাধ্যমেই করে থাকে। কাজেই আমাদের অবশ্যই খুবই যোগ্য লেখক গড়ে তুলতে হবে। ভালো লেখা আলোড়ন তুলবেই। আমাদের ভালো লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ভালো লেখক, যোগ্য লেখক তৈরি করতে গেলে বা হতে হলে আমাদের ভালো করে পড়াশুনা করতে হবে। লেখক, সাংবাদিকদের ইতিহাস ভালো জানতে হবে। ইতিহাস যাদের ভালো জানা থাকবে না তারা প্রচুর ভুল করবে। তাদের ভুলগুলো হবে নানা ধরনের। তাদের অর্থনীতি জানতে হবে। তাদের নিজেদের ধর্ম ভালো করে জানার পাশাপাশি অন্য সব ধর্ম সম্পর্কেও জানতে হবে। কেননা আমরা যদি হিন্দু কিংবা খৃস্টান ধর্ম ও তাদের সম্পর্কে না জানি তাহলে আমরা কি করে তাদের কথা লিখবো। তাদের সুবিধা অসুবিধা গুলো জানবো। আমি কি করে সুবিচার করবো অমুসলিমদের প্রতি যদি আমি সংখ্যালঘুদের ধর্ম না জানি। তাদের সম্পর্কে ভালো না জানা থাকলে কোনো লেখক, সাংবাদিকের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তাই সঠিক ও সুন্দর ভাবে অন্যকে কিছু জানাতে হলে তাদের সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই ভাবতে হবে। কোরআন তো সুবিচার করতে বলে। সেই সাথে ইসলাম সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে। ইসলামকে গভীরভাবে জানতে হবে।

তথ্য পরিবেশন সঠিক হতে হবে। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা যাবে না। বলার ক্ষেত্রে বলব কিন্তু মিথ্যা বলব তা হবে না। আমাদের কোনো ভাবেই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না। তথ্যকে মিথ্যা বা বিকৃত করে উপস্থাপন করা যাবে না। বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। “তোমরা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আবৃত করো না”- কোরআনের এই বাণী স্মরণ রাখা সাংবাদিকদের জন্য জরুরী। কিন্তু আমরা এই মিথ্যা কাজটি করছি তথ্যে, সংবাদপত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় একাজটিই করা হয়ে থাকে।

অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হবে। গান্ধী এক ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি এছাড়া আর কি করতে পারতেন? কায়েদে আযম আলাদা রাষ্ট্র চেয়েছিল এটা কি দোষের? এটা উভয়েরই পলিটিক্যাল রাইট। রবীন্দ্রনাথ তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ আমরা তার দু’ একটি বিষয় নিয়েই বিতর্কে লিপ্ত থাকি। তার বিরোধীতা করি। প্রকৃতপক্ষে একজন লেখককে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হয়। দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা ছাড়া বড় লেখক হওয়া যায় না।

যে সব লেখা বেসড অন ফেক্টস এবং ফেয়ার, সে সব লেখাই টিকবে। যেসব লেখা সত্য, তথ্য ও যুক্তি নির্ভর সে সব লেখাই মানুষের কাছে গ্রহণীয় হবে।

একজন লেখককে লেখার সময় অবশ্যই আক্রমণাত্মক ভাষা পরিহার করতে হবে। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে জয় করা। এবং এটাই আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। কোনো জাতিকে তুমি হীন বলে উল্লেখ করো না। তাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক কথা বলো না। আমাদের এন্টি সেমেটিজম পরিহার করতে হবে। পশ্চাত্যে এটা খুবই খারাপ ভাবে দেখা হয়। ইসরাইলী নীতির বিরোধীতা আমরা করব। বালফোর ডিক্লারেশন, ইসরাইলের চক্রান্তের

বিরোধীতা করা যায়। তবে ঢালাওভাবে ইহুদীদের শত্রুতার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। ভারতের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমরা অযথা ভারত বিরোধী ভূমিকা নেব না। ভারতের অন্যায়কে অবশ্যই অন্যায় বলতে হবে। ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।

আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একজন লেখকের খুব ভালো করে জানা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক বিষয়, ঘটনা প্রবাহ, রাজনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন সংস্থা, গ্রুপ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী প্রভৃতি সম্পর্কে জানা থাকতে হবে।

নারী সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। আমরা হিউম্যান রাইটসের ক্ষেত্রে কেয়ারলেস। ইসলামের যে সৌন্দর্য, নবেল ভেলু (Noble value), সংস্কৃতি, সৌন্দর্যতা তা আমরা শিখিনি। আমরা মানুষের মনে কষ্ট দিচ্ছি। বিনা কারণে কাউকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

আমাদের এডভান্স ইসলামী সাহিত্য পড়তে হবে। এটা করতে পারলে আমরা অনেকভাবে উপকৃত হবো। আমাদের মধ্যে যে গৌড়ামী আছে তা কেটে যাবে। আমাদের গৌড়ামী দূর করার ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত জরুরী। পুরানো মতের সাথে নতুন মতকেও জানতে হবে। একই সঙ্গে তুলনামূলক স্টাডি এবং অগ্রসর সাহিত্য পড়তে হবে। এতে আমাদের বিচার বুদ্ধি ক্ষমতা সাউন্ড হতে বাধ্য। যে কোনো বিষয়ে এর ফলে আমরা অতি বাড়াবাড়ি পরিহার করতে সক্ষম হবো। বাড়াবাড়ি বা গৌড়ামী থেকে দূরে থাকতে পারব। আবার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও তা সহায়ক হবে। বেশি বেশি পড়া থাকলে, জানা থাকলে লেখায় গভীরতা আসবে, সাবধানতা আসবে।

আমি আগেই প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছি। বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে এসে আমরা প্রযুক্তি সম্পর্কে জানব না তা হতে পারে না। আমাদের প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে। একে উপযুক্ত করে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। লেখক সাংবাদিকদের অবশ্যই কম্পিউটারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সার্বিকভাবে প্রযুক্তির লেবেল উচ্চ পর্যায়ের হতে হবে। যাদের এফিসিয়েন্সি যত বেশি তারা তত বেশি যোগ্য।

একজন লেখককে মানসম্পন্ন লেখা লিখতে হলে যেসব দিক তুলে ধরা হলো মোটামুটি সেসব দিক বিবেচনা করতে হবে, জানতে হবে। একটি ভালো লেখা প্রভাব ফেলতে বাধ্য। কাজেই আমাদের সে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কাউকে ওভার এস্টিমেট বা আন্ডার এস্টিমেট করে, কাউকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণ করে, হেয় করে লেখক হওয়া যায় না। এ জন্য লেখককে অবশ্যই সৎ ও কমিটেট হতে হবে।